এমএফএ প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রস্তাবিত কার্যকর শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিএফএ সম্মান প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম

বিভাগ পরিচিতি: দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে মাত্র তিনটি বিভাগ নিয়ে কলকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে বর্তমান চারুকলা অনুষদ (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ১৯৪৮ সালে 'গর্ভনমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট', ১৯৬৩ সালে 'পূর্ব-পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়', স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' এবং ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে 'চারুকলা ইনস্টিটিউট', ২০০৮-এ 'চারুকলা অনুষদ' নামকরণ করা হয়) যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যকলা বিভাগ।

এই বিভাগের মৌলিক বিয়ষভিত্তিক ভাবনাগুলো হাজির হয় মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষকরে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সেসময় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টাতেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কিংবা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ১৯০৬ সালের পর থেকে প্রাচ্য-শিল্পদর্শন, ভাবনা ও তা প্রয়োগের সুস্পষ্ট চরিত্র দৃশ্যপটে হাজির হতে থাকে। প্রাচ্যচিত্রধারার একটি আধুনিক ও যুগপোযোগী শিল্পশৈলী অবনীন্দ্রনাথ তার শিল্প-নিরীক্ষার মাধ্যমে তখন উপস্থিত করেন। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে শুধু ব্যক্তিক শৈলী ধারণার জন্মই দেননি একইসঙ্গে প্রাচ্যশিল্পের সম্ভাবনাকেও তুলে ধরেন। এরপর তার শিষ্যরা এ ধারাকে গতি প্রদান করে। দেশভাগের পর এই ধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এর পেছনে উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করেছে পাকিস্তানি শাসকের শাসন কাঠামোর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাংস্কৃতিক মৌলিক প্রশ্নগুলো এবং ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। যা লোকজ জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জয়নুলকে দ্রুত প্রাচ্যদেশীয় শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নির্মাণের পথে চালিত করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবিভক্ত ভারতে অরিয়েন্টাল সোসাইটির স্কুলিং-এর মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে যে গুণগুলো আয়ত্ত করেন এবং প্রাচ্যকে বৃহত্তর অর্থে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস নেন, সেই বহুমাত্রিক অথচ স্থানিক এবং উপনিবেশবিরোধী শিল্পচর্চার দর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে জয়নুল প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানিক বিভিন্ন মাধ্যমে দক্ষ ও গবেষণাধর্মী আন্তর্জাতিক শিল্পভাষার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান সহজ বিষয় ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের মনস্তত্ত্ব ততদিনে নিজ দেশের শিল্পজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে তৈরি করেছে হীনমন্য সংস্কৃতির বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে বিভাগটি পযার্য়ক্রমে নিজস্ব চরিত্র অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভাগটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিল্প-নিরীক্ষার পরিধি। সমসাময়িক শিল্প ভাষায় বিনির্মিত হয়েছে প্রাচ্যের শিল্প ইতিহাস। ইতিহাস পুনঃপাঠ করা হয়েছে স্থানিক প্রাসঙ্গিকতার প্রতি আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ বজায় রেখে। বর্তমানে প্রাচ্য-ভাবনার উৎস অনুসন্ধান, উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনার পুনঃমূল্যায়ণের নিরিখে লোক, নৃ- গোষ্ঠী ও অভিজাত শিল্পের ভাষা ও প্রাসঙ্গিকতা পাঠ এবং তার বিনির্মাণ প্রচেষ্টায় প্রাচ্যকলা বিভাগ স্বকীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পশিক্ষার মানোন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। এই লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম নির্ধারণ, মূল্যায়ন, পরিবধর্ন ও পরিবর্তনে নিয়মিত সক্রিয়। বিভাগের মানোন্নয়নে ওরিয়েন্টাল আর্ট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ ও মূল্যায়ন যেমন করা হয়, তেমনি দেশ ও বিদেশের শিক্ষাবিদ, শিল্পতাত্ত্বিক, শিল্পী, শিল্পরসিকদের মতামতও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

বিভাগের জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষক হিসেবে যারা কর্মরত ছিলেন তারা হলেন--প্রাক্তন অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, শিল্পী মু. আবুল হাশেম খান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, শিল্পী মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং শিল্পী শওকাতুজ্জামান।

বর্তমানে প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন অধ্যাপক নাসরীন বেগম; সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আযীয, ড. মলয় বালা ও ড. মিজানুর রহমান ফকির। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কান্তিদেব অধিকারী, গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী এবং প্রভাষক হিসেবে দীপ্তি রানী দত্ত, সুমন কুমার বৈদ্য ও অমিত নন্দী কর্মরত আছেন।

এছাড়া অনায়ারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন ড. আব্দুস সাত্তার এবং খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী।

এই বিভাগে চার বছর মেয়াদি বিএফএ সম্মান এবং দুই বছর মেয়াদি এমএফএ প্রোগ্রাম চালু আছে। শিক্ষার্থীরা বিএফএ সম্মান প্রোগ্রামের পর ২ বছরের এমএফএ প্রোগ্রাম করার সুযোগ পান। এইচএসসি বা সমমান শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিএফএ সম্মান প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারে। এ ছাড়াও এম.ফিল ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামসমূহ চালু রয়েছে।

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এমএফএ প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম

এমএফএ (মাস্টার অব ফাইন আর্টস) প্রোগ্রাম: প্রাচ্যদেশীয় শিল্পরীতি সম্পর্কে গবেষণাধর্মী মনোভঙ্গি সৃষ্টির মাধ্যমে ২ (দুই)বছরের যে প্রোগ্রামটি প্রাচ্যকলা বিভাগে পরিচালিত হয়, তাই এমএফএ প্রোগ্রাম। এমএফএ প্রোগ্রামে অভিসন্দর্ভ করার সুযোগ রয়েছে। বিএফএ প্রোগ্রামে তত্ত্বীয় পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে এই গবেষণা কোর্সটি নেয়ার সুযোগ বিভাগ দিয়ে থাকে। এমএফএ প্রোগ্রাম প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পর্বে বিভক্ত। এই দুই বছরে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয় প্রাচ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম, শিল্পভাষা, শিল্পরূপ নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণায়। ইতিহাসের প্রতি সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে ও উচ্চবর্গীয় শিল্পইতিহাসের পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় শিল্পের প্রতি জোর দেয়া হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন মাধ্যমেও কীভাবে প্রাচীন শিল্পভাষাকে বিনির্মাণ করা যায়, সেই সম্ভাবনাগুলো আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করতে এই প্রোগ্রামটির অঙ্কন ও নির্মাণ এবং তত্ত্বীয় কোর্সগুলো পরিকল্পিত। পাশাপাশি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে নিজস্ব বিশ্লেষণ ও যুক্তি উপস্থাপনের জন্য রয়েছে অভিসন্দর্ভ কোর্স। সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক শিল্প জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা শিল্পকর্ম নির্মাণে উৎসাহী করে তোলে এমএফএ প্রোগ্রাম।

দর্শন: প্রাচ্যদেশীয় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কর্মপ্রচেষ্টায় আর্ন্তজাতিক মান অর্জন করা।

লক্ষ্য:

১। কার্যকর গবেষণা, শিখন-পঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বমানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন।

২। জ্ঞান আহরণ ও নিমার্ণের ভিত্তিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদেরই নয়, পুরো জাতি এবং আরও বৃহৎ পরিসরে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করা, বিশ্বমানবতার সেবায় সৃজনশীল ও উদ্দীপনামূলক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্দীপ্ত করা।

উদ্দেশ্য:

১। প্রাচ্যকলার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা এবং গবেষণার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

২। প্রাচ্যকলার নিজস্ব অনুষঙ্গ বোঝার জন্য এই প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি যথাসম্ভব পূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

৩। একজন শিল্পী কি করে তার নিজস্ব প্রতিবেশকে আপন সত্তায় লালন করে এবং তা প্রকাশ করে, সেই আত্মানুসন্ধানের পথ ও প্রকাশের ভাষা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে ।

৪। স্বাধীন সত্তা ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বলয়ের স্বরূপ জানার মাধ্যমে একটি স্বকীয় শিল্পসত্তা নির্মাণ।

৫। অনুশীলন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ও ধারণাভিত্তিক চিন্তা-চেতনা গঠনে সহায়তা করা।

৬। নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতায় শিল্পের স্বাধীন, সৃষ্টিশীল, মানবিক ও সামাজিক তাৎপর্য বুঝার সক্ষমতা অর্জন করা।

৭। সর্বোপরি একজন মানবিক বিবেচনাবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

এমএফএ প্রোগ্রামের ফলাফল:

১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে উত্তর ঔপনিবেশিক ধারণা পুনঃমূল্যায়নে আগ্রহী হবে।

২। স্থানিক শিল্প সম্পর্কে বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও আগ্রহ তৈরি।

৩। স্থানিক বা দেশজ শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করে তা নিয়ে সমসাময়িক শিল্পের ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হবে।

৪। নন্দনতাত্ত্বিক সংকট বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।

৫। প্রায়োগিক ও ধারণাভিত্তিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ হবে।
৬। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আত্মবিশ্বাসী হবে।

কোর্স কাঠামো:
প্রোগ্রামের মেয়াদকাল: ২ বছর
মোট নম্বর: ১০০০
মোট ক্রেডিট: ৮৮
প্রোগ্রামের প্রতি পর্ব দুইটি ধাপে বিভক্ত: অঙ্কন ও নির্মাণ এবং তত্ত্বীয়। সকল পর্বের জন্যই তত্ত্বীয় কোর্স বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় পর্বে তত্ত্বীয় কোর্সের বিকল্প হিসেবে অভিসন্দর্ভ কোর্স গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

অঙ্কন ও নির্মাণ এবং তত্ত্বীয় বিষয়ের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট নম্বর ও ক্রেডিট:

১ম পর্ব এমএফএ (ইনকোর্স ও কোর্স ফাইনাল) মোট ৫০০ -ক্রেডিট ৪৪
২য় পর্ব এমএফএ সম্মান (ইনকোর্স ও কোর্স ফাইনাল) মোট ৫০০ ক্রেডিট ৪৪

অংকন ও নির্মাণ এবং তত্ত্বীয় বিষয়ে নম্বর বিভাজন:
১ম পর্ব এমএফএ: অংকন ও নির্মাণ ৪০০ তত্ত্বীয় ১০০
২য় পর্ব এমএফএ: অংকন ও নির্মাণ ৪০০ তত্ত্বীয় ১০০

নম্বর ও ক্রেডিটের সংক্ষিপ্ত কাঠামো:

১০০	নম্বরের	জন্য	অংকন ও নির্মাণ*	কোর্সের	ক্ষেত্রে	কমপক্ষে	১৫০	ঘন্টা	ক্লাস	ক্রেডিট	পয়েন্ট	:	১০
৫০	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৭৫	,,	,,	,,	,,	:	৫
১০০	,,	,,	তত্ত্বীয়	,,	,,	,,	৬০	,,	,,	,,	,,	:	৪
৫০	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৩০	,,	,,	,,	,,	:	২

ক্লাসের সময়কাল:

তত্ত্বীয়: তত্ত্বীয় কোর্সের জন্য ১০ ঘন্টায় ১ ক্রেডিট বিবেচনায় প্রতি কোর্সে কমপক্ষে ৪০টি ক্লাস প্রোযোজ্য।
অংকন ও নির্মাণ: অংকন ও নির্মাণ কোর্সের জন্য কমপক্ষে প্রতি বিষয়ে ৫ (পাঁচ) টি ক্লাস নিতে হবে। ১৫ ঘন্টায় ১ (এক) ক্রেডিট।

কোর্সের বহিঃরেখা:
সার্বিকভাবে প্রোগ্রামের বিভিন্ন কোর্সে ক্রেডিট বিভাজন:
এমএফএ ১ম পর্ব, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮–২০১৯ থেকে কার্যকর, মোট নম্বর: ৫০০ (৪৪ ক্রেডিট)

কোর্স নম্বর	কোর্সের শিরোনাম	কোর্সের ধরন	নম্বর বিভাজন	ক্রেডিট
OA 501	প্রাচ্যরীতিতে নিরীক্ষা: বিষয় ও মাধ্যম (Oriental Style Experiment: Subject and Media)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০

OA 502	ড্রয়িং নিরীক্ষা (Drawing Experiment)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 503	লোকজ ধারায় চিত্রকলা নিরীক্ষা (Painting Experiment in Folk Style)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 504	নতুন মাধ্যমে প্রাচ্যশিল্প (Oriental Art in New Media)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 505	দক্ষিণ এশিয় আধুনিক শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব (South Asian Modern Art and Aesthetics)	তত্ত্বীয়	১৫+১০+৭৫	৪
		মোট নম্বর	৫০০	৪৪

এমএফএ ২য় পর্ব, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯–২০২০ থেকে কার্যকর, মোট নম্বর: ৫০০ (৪৪ ক্রেডিট)

কোর্স নম্বর	কোর্সের শিরোনাম	কোর্সের ধরন	নম্বর বিভাজন	ক্রেডিট
OA 601	প্রাচ্যরীতিতে কম্পোজিশন নিরীক্ষা (Composition Experiment in Oriental Style)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 602	পরিপ্রেক্ষিত নিরীক্ষা (Perspective Experiment	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 603	লোকজ ধারায় চিত্রকলা নিরীক্ষা (Painting Experiment in Folk Style)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 604	নিজস্ব শিল্পকর্ম উপস্থাপন (Presentation of Own Artworks)	অঙ্কন ও নির্মাণ	৫০+৫০	১০
OA 605	বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পকলা: লোক ও আধুনিক শিল্প (Bangladeshi Contemporary Art: Folk & Modern)	তত্ত্বীয়	১৫+১০+৭৫	৪
OA ৬০৫ কোর্সের বিকল্প কোর্স OA ৬০৬				
OA ৬০৬	অভিসন্দর্ভ (Dissertation)	তত্ত্বীয়	৪০+৬০	৪

		মোট নম্বর	৫০০	৪৪

কোর্স পাঠক্রম
এমএফএ প্রথম পর্ব ॥ মোট নম্বরঃ ৫৫০ ক্রেডিট ৪৬

১। কোর্স নম্বর: OA 501, কোর্স শিরোনামঃ প্রাচ্যরীতিতে নিরীক্ষাঃ বিষয় ও মাধ্যম

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনাঃ প্রাচ্যরীতির রয়েছে নানা মাধ্যম। এইসব মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থী তার ভালোলাগার এক বা একাধিক বিষয় ও মাধ্যম চর্চার ও গবেষণার জন্য নির্বাচন করে কাজ করতে পারবে। যাতে মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পকর্ম যুগোপযোগী ও কালোত্তীর্ণ হয়।

শিক্ষার ফলাফলঃ
১। অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণাধর্মী প্রবণতা তৈরি।
২। স্বাধীন শিল্পসত্তার বিকাশ।

শিক্ষাদানের কৌশলঃ বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশলঃ কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: স্নাতক প্রোগ্রাম থেকে নিজের পছন্দমত এক বা একাধিক ভাললাগার কোর্সকে ভিত্তি করে সৃজনশীল কাজ করতে হবে।
বিষয়, মাধ্যম ও মাপ: উন্মুক্ত

সহায়ক গ্রন্থসূচি:
১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।
২। ----------। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। ১ম আনন্দ সং। কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ১৯৯৯। [প্র. প্র. ১৯৪১]।
৩। গোলাম মুরশিদ। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা, অবসর, জানুয়ারি, ২০০৬।
৪। নন্দলাল বসু। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। অপ্রান দত্ত ও কল্লাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন (সম্পা.)। কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯২।
৫। ----------। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৬৩]
৬। Stuart Cary Welch. *Art and culture 1300 – 1900*. New York, Mapin, 1985.

২। কোর্স নম্বর: OA 502, কোর্স শিরোনাম: ড্রয়িং নিরীক্ষা

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনা: প্রাচ্যরীতিতে ড্রয়িং গুরুত্বপূর্ণ। রেখাধর্মী চিত্রাঙ্কনে নিরীক্ষা করার সুযোগ তৈরি এই কোর্সের উদ্দেশ্যে।

শিক্ষার ফলাফল:
১। অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণাধর্মী প্রবণতা তৈরি।
২। স্বাধীন শিল্পসত্তার বিকাশ।
শিক্ষাদানের কৌশল: বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া প্রেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশল: কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: স্নাতক পর্যায়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত যেকোনো বিষয় নিয়ে নিরীক্ষা করতে পারবে।

বিষয় ও মাধ্যম: উন্মুক্ত
মাপ: কাগজ বা পট, বোর্ড ইচ্ছেমত শিক্ষার্থী নির্ধারণ করবে

সহায়ক গ্রন্থসূচি:
১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।

৩। কোর্স নম্বর: OA 503, কোর্স শিরোনাম: লোকজধারায় চিত্রকলা নিরীক্ষা

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনা: দরবারী শিল্পের বিপরীতে লোকশিল্পের প্রাসঙ্গিকতা, শিল্পভাষার সাথে লোকজ জীবনের সম্পর্ক পাঠ, নিজস্ব তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞাতার সংশ্লেষে লোকজ চিত্রের নতুন শিল্পভাষা নির্মাণ।

শিক্ষার ফলাফল: লোক জীবন ও শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন। লোকশিল্পের শিল্পভাষার পিছনের দর্শন ও তার বৌদ্ধিক তাৎপর্য বুঝা, উচুঁ ও নিচু শিল্পের প্রভেদ সম্পর্কে বিভ্রম দূর করা।

শিক্ষাদানের কৌশল: বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশল: কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: সরাচিত্র, পটচিত্র, আলপনা, শখের হাড়ি, থানকা চিত্র, মধুবনী চিত্র প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে নিজস্ব শিল্পকর্ম নির্মাণ

মাধ্যম: জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি

সহায়ক গ্রন্থসূচি:

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।
২। খগেশকিরণ তালুকদার। *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৮৭।
৩। দীপঙ্কর ঘোষ। *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*। বাংলা সাময়িকপত্রের লোকশিল্প-কারুশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন: ১৯০১–১৯৫০। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০০৪।
৪। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। *লোকায়ত বাঙলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা*। কলিকাতা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪০৩।
৫। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮। ২য় খন্ড।

৪। কোর্স নম্বর: OA 504, কোর্স শিরোনাম: নতুন মাধ্যমে প্রাচ্যশিল্প

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনা: নতুন মাধ্যম বলতে প্রযুক্তিগতদিক দিয়ে আবিষ্কৃত সমসাময়িক মাধ্যমগুলোকে সাধারণত বোঝানো হয়। ডিজিটাল মাধ্যম-কম্পিউটার গ্রাফিক্স, কম্পিউটার এনিমেশন, ভার্চুয়াল মাধ্যম-ইন্টারনেট, ভিডিও গেম, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রাচ্য শিল্পের মূলনীতি গুলোকে নতুন মাধ্যমে নিরীক্ষা করার সুযোগ তৈরি করবে এই কোর্স।

শিক্ষার ফলাফল:

১। নতুন মাধ্যমের ভাষা পাঠ ও ব্যবহার আয়ত্ত করা।
২। প্রাচ্যরীতির ধ্রুপদ শিল্পনীতিকে একক বা সামষ্ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমসাময়িক মাধ্যমে স্থানিক ও কালিক প্রাসঙ্গিকতাকে বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী শিল্পভাষা তৈরি।

শিক্ষাদানের কৌশল: বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশল: কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে

শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: প্রাচ্যরীতির সঙ্গে নতুন মাধ্যমের সমন্বয় ও নতুন প্রাচ্যরীতির শিল্প সৃষ্টি এর লক্ষ্য। লিখিত পরিকল্পনাসহ প্রকল্পটি উপস্থাপন করতে হবে। উপস্থাপনার সময় ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি ধারনাপত্র জমা দিতে হবে। শিক্ষাবর্ষে মোট দুইবার শিক্ষার্থীরা এ কোর্সের কার্যক্রম উপস্থাপন করবে। প্রথমটি ইন-কোর্স ও দ্বিতীয়টি পরীক্ষা। কোর্সটি একজন নির্দিষ্ট কোর্সশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হবে। বিভাগের সকল শিক্ষক ইনকোর্সের নম্বর প্রদান করবেন। এ কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিল্প সম্পর্কিত চিন্তাকে বিকশিত করা।

সহায়ক গ্রন্থসূচি:

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।
২। মৃণাল ঘোষ। *বিশ্বায়ন ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারী ২০০৮।
৩। শমীক বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর খুদ্দুর যাত্রা*। পান্ডুলিপি সংস্করণ। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৯।
৪। সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা। *নন্দনতত্ত্বের আলোকে আধুনিক চিত্রকলা*। কলকাতা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্ট অ্যান্ড ইস্থেটিকস, ১৪১২।
৫। Micheal Rush "New media in art" Thames & Hudson. London, 2005.

৫। কোর্স নম্বর: OA 505, কোর্স শিরোনাম: দক্ষিণ এশিয় আধুনিক শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(৪)

কোর্সের বর্ণনা: এশিয়ার উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ অঞ্চলে কি কি ধরনের আধুনিক শিল্পকলা হয়ে থাকে, তাদের বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন ও নিজস্ব অঞ্চলের চরিত্রের সাথে শিল্পের ভাষায় যথার্থতা পাঠ ও বিশ্লেষণ।

শিক্ষার ফলাফল: ১। বৃহত্তর অর্থে স্থানিক শিল্প ও শিল্পের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ।
২। বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে সংস্কৃতি তথা শিল্পভাষার সম্পর্ক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন।
৩। বৈশ্বিক নীতি, নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পের চরিত্রের পারস্পরিকতা বিশ্লেষণ ও গবেষণাধর্মী মনোভঙ্গি তৈরি।

শিক্ষাদানের কৌশল: বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশল: কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: ১। দক্ষিণ এশিয়ার, আধুনিক, উত্তরাধুনিকতাবাদী শিল্পকলার প্রাসঙ্গিকতা, শিল্পভাষা, শিল্পতত্ত্ব পাঠ ও বিশ্লেষণ।

২। উত্তরাধুনিকতাবাদী শিল্পকলা পরবর্তী প্রবণতাসমূহ এবং তার নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

সহায়ক গ্রন্থসূচি:

১। মৃণাল ঘোষ। *বিশ্বায়ন ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারী ২০০৮।
২। সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা। *নন্দনতত্ত্বের আলোকে আধুনিক চিত্রকলা*। কলকাতা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্ট অ্যান্ড ইস্থেটিকস, ১৪১২।
৩। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। *মুসলিম চিত্রকলা*। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০০৩। প্র. প্র. জুলাই ১৯৭৯।
৪। হীরেন চট্টোপাধ্যায়। *সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। ১ম পরিমার্জিত দে'জ সং। কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১০।
৫। মৃণাল ঘোষ। *বিশ্বায়ন ও অন্যান্য শিল্পপ্রসঙ্গ*। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারী ২০০৮।

এমএফএ দ্বিতীয় পর্ব ॥ মোট নম্বরঃ ৫০০ ক্রেডিট ৪৪

১। কোর্স নম্বর: OA 601, কোর্স শিরোনামঃ প্রাচ্যরীতিতে কম্পোজিশন নিরীক্ষা

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনাঃ প্রাচীন ও সমসাময়িক শিল্পের রচনা ও ফর্ম বিন্যাস পদ্ধতিগুলোর নতুন রচনা পদ্ধতি তৈরিতে সাহায্য করবে। জ্ঞান কাজে লগিয়ে বিষয়ের সাথে দেখার পদ্ধতির সংযোগসূত্র বিবেচনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার ফলাফলঃ বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ও স্বাধীনভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ।

শিক্ষাদানের কৌশলঃ বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশলঃ কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তুঃ স্নাতক প্রোগ্রাম থেকে নিজের পছন্দমত এক বা একাধিক ভাললাগার কোর্সের উপর সৃজনশীল কাজ করতে হবে।

বিষয় ও মাধ্যম: উন্মুক্ত
মাপ : কাগজ বা ক্যানভাস, বোর্ড ইচ্ছেমত শিক্ষার্থী নির্ধারণ করবে
[শিক্ষার্থী চাইলে একাধিক ভাললাগার কোর্স নিয়েও কাজ করার সুযোগ থাকবে]

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ
১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪। [পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৭]।
২। নন্দলাল বসু। *শিল্পকথা*। ১ম সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭। [প্র. প্র. কার্তিক ১৩৫১]।

২। কোর্স নম্বর: OA 603, কোর্স শিরোনামঃ পরিপ্রেক্ষিত নিরীক্ষা

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনাঃ একবিন্দু, দ্বিবিন্দু, বহুবিন্দু পরিপ্রেক্ষিত শৈলী পাঠ। প্রাচ্যরীতির এ বাহুবিন্দু পরিপ্রেক্ষিত দর্শন পাঠ এবং শিক্ষার্থী নিজস্ব সময়ে ভাষার বিষয়বস্তুকে যৌক্তিক পরিপেক্ষিতে উপস্থাপন।

শিক্ষার ফলাফলঃ সময়ের বৈশিষ্ট্য দর্শন ও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ছবির দৃশ্যরুপ কি করে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বুঝতে পারবে।

শিক্ষাদানের কৌশলঃ বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশলঃ কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তুঃ স্নাতক ও এমএফএ প্রথম পর্বের পর্যায় থেকে প্রাচ্যরীতি সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রাচ্যরীতিতে নতুন শিল্পভাষা তৈরি।

বিষয়, মাধ্যম ও আকার-আকৃতি: উন্মুক্ত

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ

৩। কোর্স নম্বর: OA 603, কোর্স শিরোনামঃ লোকজধারায় চিত্রকলা নিরীক্ষা

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনাঃ দরবারী শিল্পের বিপরীতে লোকশিল্পের প্রাসঙ্গিকতা শিল্পভাষার সথে লোকজ জীবনের সম্পর্ক পাঠ এবং এই পরিসরে নিজস্ব তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞাতার সংল্লেষে লোকজ চিত্রের নতুন শিল্পভাষা নির্মাণ।

শিক্ষার ফলাফলঃ লোক জীবন ও শিল্পের গুরুত্ব অনুষ্ঠান। লোকশিল্পের শিল্পভাষার পিছনের দর্শন ও তার বৌদ্ধিক তাৎপর্য বুঝতে পারা এবং শিল্পের উচুঁ ও নিচু প্রভেদ সম্পর্কে বিভ্রম দূর করা।

শিক্ষাদানের কৌশলঃ বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশলঃ কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। কোর্স শিক্ষক এবং ২য় পরীক্ষক নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তুঃ সরাচিত্র, পটচিত্র, আলপনা, শখের হাড়ি, থানকা চিত্র, মধুবনী চিত্র প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে নিজস্ব শিল্পকর্ম নির্মাণ। মাধ্যম: জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ

১। খগেশকিরণ তালুকদার। *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৮৭।
২। গৌতম দাস। *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*। কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০০।
৩। তোফায়েল আহমদ। *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, ঢাকা। বাংলা একাডেমি, মে ১৯৯৯।
৪। নির্ম্মলকুমার ঘোষ। *ভারত শিল্প*। ১ম সং। কলিকাতা, ফার্মা কে.এল, ১৯৭৩।
৫. K.G. Subramanyan. *The magic of making: essays an art and culture*. Calcutta, seagull books, 2007.

৪। কোর্স নম্বর: OA 604, কোর্স শিরোনাম: নিজস্ব শিল্পকর্ম উপস্থাপন

ইনকোর্স + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৫০+৫০=১০০(১০)

কোর্সের বর্ণনা: বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক উপস্থাপন করার জন্য শিল্পকর্ম উপস্থাপনের জন্য স্পেস নির্ধারণ। উপস্থাপন শৈলী ও দর্শকের মধ্যে সংলাপ তৈরি করা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ, ধারনাপত্র তৈরি ক্যাপালগ ও পোটফলিও নমুনা তৈরি।

শিক্ষার ফলাফল: শিল্পকর্মের পেছনে শিল্পীর ধারণাকে শিল্পকর্মের মাধ্যমে দর্শকের সামনে যথাযথ উপস্থাপন করতে শিখবে।

শিক্ষাদানের কৌশল: মূল্যায়ন পর্বে আালোচনা-পর্যালোচনা, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ।

মূল্যায়ন কৌশল: শিক্ষাবর্ষে মোট দুইবার শিক্ষার্থীরা এ কোর্সের কার্যক্রম উপস্থাপন করবে। প্রথমটি ইন-কার্স ও দ্বিতীয়টি পরীক্ষা। কোর্সটি একজন নির্দিষ্ট কোর্সশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হবে। বিভাগের সকল শিক্ষক ইনকোর্সের নম্বর প্রদান করবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষার কাজের মূল্যায়ন পর্বে নম্বর প্রদান করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তু: শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষে দুইবার নিজের কাজের উপস্থাপনা ও সেমিনার করবে। প্রথমটি ইন কোর্স ও পরেরটি পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে । এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা শিল্পী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার সকল প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে যেমন: জীবনবৃত্তান্ত, পোর্টফোলিও ও শিল্পকর্মের ধারণাপত্র তৈরি, ক্যাটালগিং, গণমাধ্যম যোগাযোগ, গ্যালারীতে শিল্পকর্ম উপস্থাপন ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থসূচি:

৫। কোর্স নম্বর: OA ৬০৫, কোর্স শিরোনাম: বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পকলা: লোক ও আধুনিক শিল্প

ইনকোর্স + মৌখিক + কোর্স ফাইনাল = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ১৫+১০+৭৫= ১০০(৪)

কোর্সের বর্ণনা: ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা, ব্রিটিশ উপনিবেশ ও পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র ও শিল্পচর্চা, শিল্পভাষার বিবর্তন ও প্রাসঙ্গিকতা–কোম্পানী আমলের চিত্রকলা, ইংরেজ পর্যটক শিল্পীদের শিল্পকলা, কালী ঘাটের পটচিত্র, নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা, বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা চর্চার পটভূমি, বাংলাদেশে সমসাময়িক শিল্পচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ধরন, শিল্পের বাণিজ্যিক অবস্থা, বাংলাদেশের প্রাচ্যকলা চর্চার প্রবণতা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা, বর্তমান লোকশিল্পের বিবর্তিত রূপ অনুসন্ধান।

শিক্ষার ফলাফল:

১। ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক্ষমতা তৈরি।

২। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পতত্ত্ব পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে উঁচু নিচু শিল্প ধারণার সম্পর্ক নির্ণয় করতে শেখা।

৩। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পটভূমি ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচ্যকলা চর্চার প্রবণতা, চরিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন।

৪। লোকশিল্পের বিবর্তিত রূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার সমকালীন চরিত্রগুণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

শিক্ষাদানের কৌশল: বক্তৃতা, দৃশ্যচিত্র উপস্থাপনা (মাল্টিমিডিয়া পেজেনটেশন), দলবদ্ধ অনুশীলন, ক্লাস পর্যালোচনা।

মূল্যায়ন কৌশলঃ কোর্স শিক্ষকগণ আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করবেন। প্রত্যেক কোর্স শিক্ষক নম্বর প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পর্যলোচনা সাপেক্ষে কাজের মূল্যায়ন করবেন। এই দুইজন কোর্স শিক্ষকের নম্বরের ব্যবধান ২০% এর বেশি হলে শ্রেণি শিক্ষক তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্ত তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি থাকা দুইটি নম্বরের গড় চূড়ান্ত নম্বর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

কোর্সের বিষয়বস্তুঃ

ক) ব্রিটিশ উপনিবেশ, পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র, শিল্পচর্চা, শিল্পভাষার বিবর্তন–কোম্পানী আমলের চিত্রকলা, ইংরেজ পর্যটক শিল্পীদের শিল্পকলা, কালী ঘাটের পটচিত্র, নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতায় পাঠ ও বিশ্লেষণ।

খ) বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা চর্চার পটভূমি, বাংলাদেশে সমসাময়িক শিল্পচর্চা, গ্যালারী চর্চা,বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার পথিকৃৎ শিল্পী (জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম.সুলতান, শফিউদ্দিন আহমেদ, রশিদ চৌধুরী) এবং বিভিন মাধ্যমে (যেমনঃ চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সিরামিকস্, পাফর্মেন্স, ইনস্টলেশন, ল্যাণ্ড ও ভিডিও আর্ট ইত্যাদি) সক্রিয় সমসাময়িক প্রধান প্রধান শিল্পী

গ) বাংলাদেশের প্রাচ্যকলা চর্চার প্রবণতা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

ঘ) রিকশা চিত্র, আলপনা, সিনেমা ব্যানারচিত্র, সরাচিত্রসহ বর্তমান লোকশিল্পের বিবর্তিত রূপ অনুসন্ধান

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ

১। শোভন সোম। ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পশিক্ষা।

২। লালা রুখ সেলিম (সম্পা.)। *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ : চারু ও কারুকলা*। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

৩. হারবাট রিড (ভাষান্তর সন্দীপন ভট্টাচার্য)। *'শিল্পের সারার্থ'*। কলকাতা, দীপায়ন, ডিসেম্বর, ১৯৯৯। [প্র.প্র ১৯৯৯]

৪. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। "চিএশিল্পঃ বাংলাদেশের"। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুলাই, ১৯৭৪।

৫. মইনুদ্দীন খালেদ। *'বাংলাদেশের চিএশিল্প'*। ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০০।

৬. রামকিঙ্কর বেইজ। *'আমি চক্ষিক, রূপকার মাত্র'*। কলকাতা, মনফকিরা, মে, ২০০৫।

৭. নীলিমা অফরিন। *'বাংলাদেশের শিল্পকলার উৎসসন্ধান'*। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৫।

৮. আবুল মনসুর। *শিল্পী দর্শক সমালোচক*। চট্টগ্রাম, শিল্পসমন্বয়, বৈশাখ ১৩৯১।

৯. SPBA. *Bangladesh Art: Collection of contemporary painting*. Bangladesh, SPBA, 2003.

৬। কোর্স নম্বরঃ OA 606, কোর্স শিরোনামঃ অভিসন্দর্ভ

মৌখিক+ অভিসন্দর্ভ = মোট নম্বর (ক্রেডিট) ৪০+৬০= ১০০(৪)

কোর্সের বর্ণনাঃ প্রাচ্যশিল্প বিষয়ক যে কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যাবে। শব্দসংখ্যা ৩০০০ শব্দের বেশি প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষার ফলাফলঃ কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অনুপুঙ্খ জানা। পরবর্তীতে বড় পরিসরে গবেষণা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা।

শিক্ষাদানের কৌশলঃ তত্ত্বাবধায়ক গবেষণা পদ্ধতি, তথ্যসূত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবেন। তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিরোনাম একাডেমিক কমিটিতে অনুমোদিত হতে হবে। বিশ্লেষণধর্মী প্রকরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন কৌশলঃ পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দু'জন পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন। ২০% এর বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক নম্বর প্রদান করবেন। কাছাকাছি নম্বর যে দু'জন পরীক্ষক প্রদান করবেন তাদের নম্বরেব গড় ও পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদেয় মৌখিক নম্বরের যোগফল চুড়ান্ত নম্বর হিসেবে গণ্য হবে।

কোর্সের বিষয়বস্তু : উন্মুক্ত (যারা বিএফএ পরীক্ষায় তত্ত্বীয় বিষয়ে গড়ে ৫৫% নম্বর অর্জন করবে তারা ইচ্ছে করলে অভিসন্দর্ভ গ্রহণ করতে পারবে কোর্স OA ৬০৫-এর বিকল্প বিষয় হিসেবে)

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় গবেষক নিজের অভিসন্দর্ভের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন করবেন।

সহায়ক গ্রন্থসূচিঃ

১. Enamul Haque. *Islamic art heritage of Bangladesh Dhaka*. Bangladesh National Museum Dhaka, 1983.
২. *Mazhap1 Museum: painting and miniatures*. London, Thomes and Hudson, 1980.
৩. Esin Atil. *Islamic Art & Patronage*. New York, Rizzoli, 1990.
৪. Asok Kumar Das. *Mughal Painting: During Jahangir's Time*. Calcutta, The Asiatic Society, 1978.